তথ্য প্রকাশ

তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

সংখ্যা ১, সেপ্টেম্বর ২০১৪

তথ্য অধিকার আইন
জনগণের আইন

মোহাম্মদ ফারুক, প্রধান তথ্য কমিশনার

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তথ্য অধিকার আইন এবং এর ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব শুধু জাতীয় পর্যায়েই সীমিত নেই, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এর গুরুত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস এবং তথ্য কমিশন গঠন বর্তমান সরকারের এক বিরাট সাফল্য বলে দেশে-বিদেশে বিবেচিত হয়েছে। এ আইনটির দুটি শক্তিশালী দিক আছে। যার একটি—প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণকে ক্ষমতায়িত করে দেশে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিত করা। অন্যটি হচ্ছে—সারা বিশ্বে এই আন্দোলন বেগবান গতিতে একই লক্ষ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, দুর্নীতি রোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্বময় তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। কারণ, তথ্য অধিকার আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার নির্ণায়ক। বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সুশাসনের ওপর ভিত্তি করে একটি দেশের বর্তমান অবস্থা নিরূপণে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগকে একটি কৌশল বলে বেছে নিয়ে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এসব কারণে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রয়োগ আমাদের দেশের আর্থসামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে তথ্য কমিশন মনে করে। অন্যদিকে, জনগণই আইনটি প্রয়োগ করার একমাত্র অধিকারী এবং তারা এই আইন প্রয়োগ করে ক্ষমতায়িত হবে—এটাই তথ্য কমিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এরপর পৃষ্ঠা ২-এ দেখুন ▶

তথ্য কমিশন
সূচনা কথা

এম আজিজুর রহমান আজিজ
প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকরণকল্পে তথ্য কমিশন গঠনে আমার নগণ্য অংশগ্রহণ ও অবদান আজও স্মৃতিতে অম্লান। কারণ, অধিকার বলে কথা নয়, আইন বলে কথা নয়, কথা হচ্ছে—জাতীয় পর্যায়ের উচ্চতায় তথ্য কমিশনকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সবার সঠিক সহযোগিতায় কীভাবে দায়িত্ববান, সৃষ্টিশীল, বাস্তবসম্মত জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল, সেই সময়টির কথা ভাবলে গর্ব অনুভব করি। তথ্য কী, তথ্য কত প্রকার, কোনটা তথ্য, কোনটা সংবাদ, কোনটা নিছক স্টেটমেন্ট—সেসব মাথায় না নিয়ে তথ্য অধিকার আইনটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আইনের অন্তর্নিহিত ভাব আমাদের দিকনির্দেশনা দেয়। তবে কোনো কাজ শুরু করাটাই কঠিন, জটিল ও শ্রমসাধ্য। শূন্যকে নানানভাবে বিন্যস্ত করে বিভিন্নরূপে প্রাণ দেওয়া একটি স্বাপ্নিক কাজ। সেখানে মননমানস, মননশীলতা ঢেলে দিয়ে এগোতে হয়। সূচনালগ্নে আমরা সেটি পেয়েছি বলে মনে করি। বলে রাখা ভালো, এই স্বল্প পরিসরে বিস্তারিতভাবে বলার কোনো সুযোগ নেই।

এরপর পৃষ্ঠা ২-এ দেখুন ▶

Right To Information, National Security and Foreign Relations

Muhammad Zamir
Former Ambassador and Ex-Chief Information Commissioner

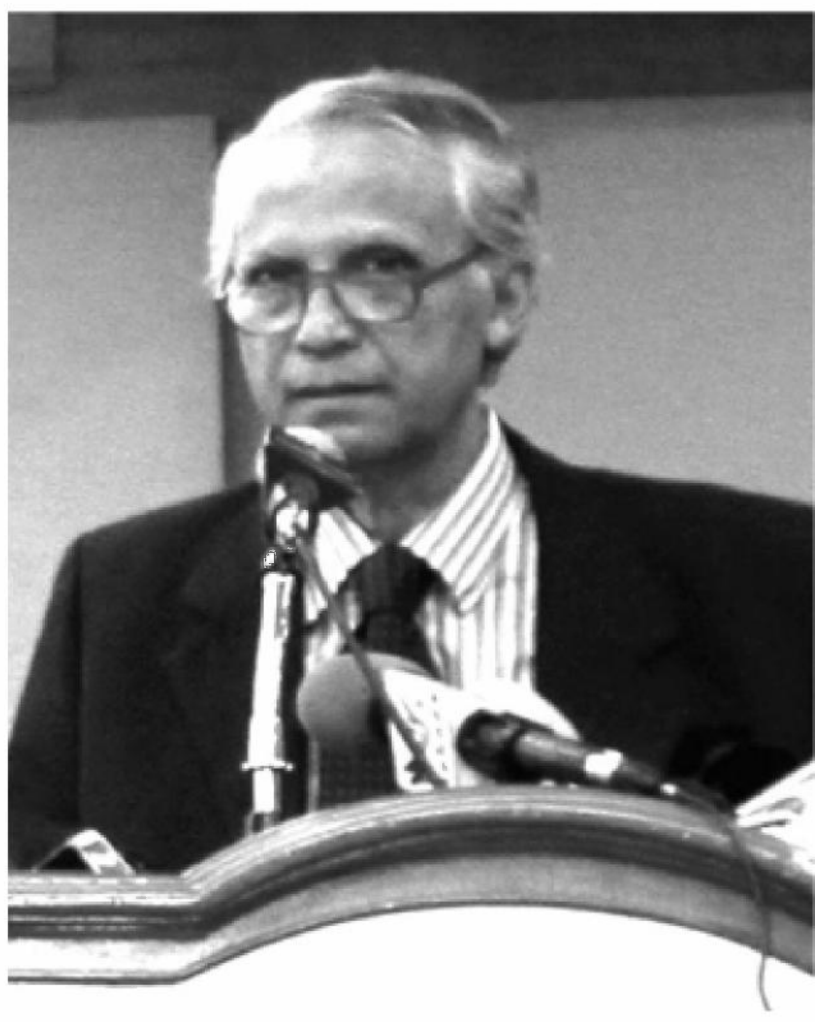

In 1946, the UN General Assembly resolved: 'Freedom of Information is a fundamental human right and the touchstone for all freedoms to which the United Nations is consecrated'.

Enshrined in the Universal declaration of Human Rights, the right's status as a legally binding treaty obligation was also affirmed in Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights which states- 'Everyone has the right to freedom of opinion and expression: this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers'. Jurists consequently claim that this has made right to access information part of the body of universal human rights law.

see page 3 ▶

বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, সাবেক তথ্য কমিশনার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নবম জাতীয় সংসদে ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে পাস হয়। তথ্য অধিকার জনগণের মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত। এ আইনের লক্ষ্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে দুর্নীতি প্রতিরোধ, দায়িত্বশীল সরকার এবং গণতন্ত্রকে সুসংহত রাখা। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই, তবু সংবিধানের ৯, ৩২ এবং ৩৯ ধারাকে তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই নিবন্ধ তৈরি করা হয়েছে তথ্য কমিশনের একজন কমিশনারের দেশের ৪০টি জেলা সফর ও জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়ের অভিজ্ঞতা থেকে।

এরপর পৃষ্ঠা ৬-এ দেখুন ▶

How the RTI Act 2009 Evolved in Bangladesh

Shaheen Anam
Executive Director, Manusher Jonno Foundation

Introduction

The Right to Information Act 2009 was passed in the first session of Parliament on March 29, 2009. It was a ground breaking decision on the part of the government and paved the way for all citizens to get information from public authority as a right. In so doing Bangladesh joined 75 countries in the world with RTI regimes.

see page 7 ▶

◀ ১ম পাতার পর

তথ্য অধিকার আইন
জনগণের আইন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইনের বার্তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং আইনের সুফল ও ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য কমিশন সারা দেশে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সমন্বয়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জন-অবহিতকরণসভার আয়োজন করে চলেছে। পাশাপাশি তথ্যপ্রদানের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যাতে যথাযথভাবে আইনকে অনুসরণ করে তথ্য প্রদান করতে পারেন এবং জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারেন সেজন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

কালের বিবর্তনে ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারে সৃষ্ট হয়েছে নতুন সম্ভাবনার দ্বার। আমাদের সব ধরনের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে বিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার জন্য সবাইকে প্রয়াস চালাতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এ দুই পদ্ধতিতে তথ্যপ্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(ক) স্ব-উদ্যোগে তথ্যপ্রকাশ;

(খ) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যপ্রকাশ।

তথ্য অধিকার আইনের বিশেষ দিক হচ্ছে, স্ব-উদ্যোগে তথ্যপ্রকাশ। যার ফলে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি সহজলভ্য হবে এবং যত বেশি তথ্য প্রকাশ করা হবে, তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধের সংখ্যা তত কমে যাবে। বাংলাদেশে স্ব-উদ্যোগে তথ্যপ্রকাশের মাধ্যমগুলোর মধ্যে ওয়েবসাইট/ওয়েবপোর্টাল অন্যতম। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্ব-উদ্যোগে তথ্যপ্রকাশের জন্য এবং তথ্যসেবা দেওয়ার জন্য ওয়েবপোর্টাল/ওয়েবসাইট হালনাগাদ থাকতে হবে। এই হালনাগাদের প্রক্রিয়াটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে ই-সেবাকেন্দ্র এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এই সেবাকেন্দ্রগুলোকে স্ব-উদ্যোগে তথ্যপ্রকাশের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগের দপ্তরগুলোর ওয়েবসাইটের সঙ্গে সংযুক্ত করে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এইভাবে তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃপক্ষসমূহের কাছে তাদের নায্য অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে পারবে। তেমনি কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে। এ প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রকে সুসংহত রেখে জনগণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার কাজ বাস্তবে রূপ নেবে বলে আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (আরটিআই) উপযুক্ত ট্রেনিং প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা। তথ্য কমিশন এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই আইন প্রয়োগের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচিগুলোর মধ্যে বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে জন-অবহিতকরণসভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অন্যতম। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্যক অবহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় তথ্য কমিশন মাধ্যমিক পর্যায়ে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যে ২০১৩ সালে তথ্য অধিকার আইনকে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে এবং উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যসূচিতে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে স্কুলছাত্রদের সঠিকভাবে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুলশিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। কাজেই এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংগতি রেখে তথ্য কমিশন মানবাধিকার, জনগণের ক্ষমতায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনের কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাগুলো এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রাপ্ত প্রশ্ন এবং সেগুলোর উত্তরগুলো একত্রিত করে তথ্য কমিশন 'তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল' শিরোনামে একটি হ্যান্ডবুক প্রকাশ করতে যাচ্ছে। তথ্যে স্বাধীনতা এবং সেই তথ্যে জনগণের অভিগম্যতা একটি মৌলিক মানবাধিকার। তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর নাগরিকের এ অধিকার এখন সুরক্ষিত। তথ্য অধিকার আইনকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য এ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল সে সুযোগের দ্বার খুলে দেবে। ম্যানুয়ালটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে দেশের বিভিন্ন জনপদের মানুষের উত্থাপিত প্রশ্ন এবং উত্তর সন্নিবেশিত থাকায় তথ্য অধিকার আইন, বিধি এবং প্রবিধানমালা বুঝতে খুবই সহায়ক হবে, যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সবিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিভিন্ন অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্য কমিশন তথ্য না পাওয়া-সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ও আবেদন গ্রহণ করে নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। জনবল নিয়োগ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ শেষে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা আরো বেগবান হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার আইনটি জনগণের আইন এবং জনগণই এই আইন প্রয়োগ করবে। তবে আইনটির প্রায়োগিক প্রক্রিয়ায় তাদের জানতে হবে—তথ্য অধিকার আইন কী এবং কেন? তথ্য বলতে কী বোঝায়? কর্তৃপক্ষ বলতে কী বোঝায়? তথ্যপ্রদানে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কী?

◀ ১ম পাতার পর

তথ্য কমিশন
সূচনা কথা

তথ্য পাওয়ার অধিকার মানুষের চিরন্তন অধিকার। সে অধিকার জন্মায় একজন মানবশিশুর জন্মগ্রহণের, শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সৃষ্টির অনুপম রহস্য ও আদি-অনন্ত আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই শিশুর অধিকারের সূত্রপাত ঘটে। সেই অধিকার স্রষ্টা স্বয়ং নিজ ঐশী ক্ষমতাবলে মায়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেন।

জীব বা জীবনের সৃষ্টিরহস্যের প্রাচীন ইতিহাস বা তত্ত্বকথায় না গিয়েও আধুনিক বিশ্বে তথ্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৪৬ সালে যে ধারণা উচ্চারিত হয়, তা হলো তথ্যের স্বাধীনতা এবং সেই তথ্যে অভিগমন প্রত্যেকের একটি মৌলিক মানবাধিকার। জাতিসংঘ ব্যক্তির সব ধরনের স্বাধীনতার অর্জনের লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত এবং তাদের মধ্যে তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা অর্জনকে পরশপাথরের সঙ্গে তুলনা করেছে।

- এই প্রেক্ষাপটে তথ্যের স্বাধীনতা, তথ্য প্রাপ্তিতে সকল মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রগুলো ২০০০ সালে জাতিসংঘ বিশদভাবে উল্লেখ করেছে। যেমন, তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য সরবরাহে বাধ্য করা;
- সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান বা সরকারি বেসরকারি ও বিদেশি সাহায্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে (এনজিও) জনস্বার্থ বিবেচনায় তথ্য প্রকাশে বাধ্য করা;
- জনগণের অধিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আইনে ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও বিধান রাখা;
- অনেক ক্ষেত্রে অবিবেচনাপ্রসূতভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আওতাবহির্ভূত রাখার প্রবণতা অবাধ তথ্যপ্রবাহের পথ বন্ধ রাখে বলে, সেই পথ উন্মোচন করা এবং ব্যতিক্রমের আওতা যতটা সম্ভব সীমিত করা;
- তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণের সহজ অভিগমনকে উৎসাহিত করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা ও তা নিশ্চিত করা;
- অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তি সময় ও ব্যয়সাধ্য। সর্বসাধারণ সেই ব্যয়ভার বহনে সক্ষম নাও হতে পারে বিধায় তথ্য প্রাপ্তির খরচ নাগালের মধ্যে রাখার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ বা আইন প্রণয়ন করা;
- তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সকল সভা-সমিতি ও সম্মেলন ইত্যাদিকে জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা;
- তথ্য প্রদানকারীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

কাজেই দেখা যাচ্ছে, তথ্য পাওয়ার অধিকার কারো নিছক কোনো খেয়ালখুশি কিংবা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। এটা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে মানুষে মানুষে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, গোত্রে গোত্রে, ধর্মে ধর্মে বিভেদ ও হানাহানির কারণে একেক দেশ একেকভাবে তথ্যের প্রকাশ ও প্রাপ্তির বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে এবং আজও করে চলেছে। কারণ এখন বিশ্বমানবতা নানারূপে নানাভাবে বিভাজিত এবং সেখানে স্বার্থপরতার বীজ দারুণভাবে প্রোথিত। আধুনিক বিশ্বে তথ্যই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। একটি পারমাণবিক বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা যে ক্ষতি করতে না পারে, একটি মিথ্যা কাল্পনিক তথ্য তার চেয়ে বেশি ভয়াবহ হতে পারে। যে জাতি বা রাষ্ট্র যত বেশি তথ্যসমৃদ্ধ সে দেশ তত বেশি সভ্য ও শক্তিশালী—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে গবেষণায়, নতুন নতুন ভাবনা ও সৃষ্টিতে, আবিষ্কারে।

প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, তথ্য অধিকার আইন ছাড়া আমরা এতটি বছর চলতে পারলাম, এখন কেন এই আইন প্রয়োজন হলো? এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার বা লেখার অপেক্ষা রাখে না। কারণ শুধু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগের ফলে সমাজ-রাষ্ট্রে গণমানুষের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যে বিশাল ইতিবাচক পরিবর্তন হতে পারে সে বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক দিক অনুভব, অনুধাবন ও স্মরণ করলেই এই আইনের সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে আমার চিন্তা ও নিরীক্ষণে তথ্য কমিশনের লোগোটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই লোগোটি আমার তাৎক্ষনিক চিন্তার ফসল ও প্রাথমিক স্কেচ বা অঙ্কনটি আমি করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে এটি সকল মহল, বিশেষ করে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের জন্য যেসব সংস্থা, আইন বিশেষজ্ঞ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, সুধীজন বন্ধুগণ যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এর একটু ব্যাখ্যা দরকার। আমার ধারণায় ছিল চোখ, কান, ঠোঁট, (জিহ্বা, মুখ) এই তিনটি আমাদের সব কাজের ক্ষেত্রে সব সময় সক্রিয় থাকে। এ ব্যাপারে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বিস্তারিত বলা আছে। কর্ণ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, চোখ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, দুটি হাতের পাঞ্জা ধরার ভেতর দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে, লাল সূর্য, শাপলা সবুজ রং ইত্যাদি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, তা বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। এই লোগোটিই আসলে বলে দেয় তথ্য কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। চোখ খোলা রাখলে সব দেখা যায়। কান সজাগ থাকলে সব শোনা যায়, ঠোঁট বা জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ থাকলে সত্য প্রকাশ করা যায়, মিথ্যা পরাজিত হয়। সরকার ও জনগণের দুটি হাত যদি একত্রিত হয়, তা হলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। লাল সূর্যের মাঝে শাপলা জাতীয় ফুল, সবুজ অংশ জাতীয় পতাকা। আমাদের দেশপ্রেম ও জাতিসত্তার সার্বভৌমত্বের প্রকাশ।

তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধ রচিত হবে। জনগণ ও সরকারের মেলবন্ধন সৃষ্টি হলে সরকারি কোনো কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হবে না এবং পরস্পরের মাঝে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকবে না। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে আসবে। আর দুর্নীতি তখনই দূর হবে, যখন সরকার তথা তার অধীনস্থ দপ্তর, অধিদপ্তর ও কার্যালয়ের কর্মকর্তারা তাঁদের সব কাজের প্রতি জবাবদিহি থাকবেন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবেন। এই তথ্য অধিকার আইন মূলত প্রজাতন্ত্রের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বীয় কাজে একদিকে যেমন জবাবদিহি সৃষ্টি করবে তেমনিভাবে তাঁদের কাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। কাজ করতে আনন্দ দেবে। তাঁদের জবাবদিহি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন তাঁরা কাজকে এবাদত হিসেবে গণ্য করবেন; তখন ▶

◄

সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। সুশাসন মানেই মানবাধিকার সুরক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্র সুসংহত হওয়া। গণতন্ত্র সুসংহত হওয়ার অর্থই হলো, রাষ্ট্রীয় সব কাজে জনগণের ক্ষমতায়ন। ফলে রাষ্ট্র হয়ে উঠবে কল্যাণরাষ্ট্র, যা আমাদের পবিত্র সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কাজেই এই তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্যই হলো, সব ক্ষেত্রে গণমানুষের সার্বিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত, তা প্রাপ্তির অধিকার মানুষের চিরন্তন অধিকার। জনগণই হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক এবং জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা বর্তমান সরকার (পূর্ববর্তী সরকারের ধারাবাহিকতায়) তাদের অন্যতম দায়িত্ব ও অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই অধিকার বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রত্যয়ী। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকার নির্লিপ্ত থাকার ফলে সুশীল সমাজ এবং সচেতন মহল, বিশেষ করে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাংবাদিক ফোরাম, এনজিও, সমাজকল্যাণবিদ, মানবাধিকার কর্মী—সব শ্রেণি-পেশার বোদ্ধারা দীর্ঘদিন ধরে নানা সভা-সমাবেশ ও আন্দোলনের মাধ্যমে আইনটি পাস করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। এ ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বহু মানবাধিকার কর্মীসহ, বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাও তৎপর ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে তৎকালীন জননন্দিত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শহীদ শেখ মুজিবুর রহমানের উজ্জ্বলতম উত্তরাধিকার, গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় কাঙ্ক্ষিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ সংসদ কর্তৃক গৃহীত, পাস ও কার্যকর করার ফলে বাংলাদেশে তথ্য প্রাপ্তির সহজ সুযোগের দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে, সেই ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল থেকে।

বর্তমান সরকারেরও প্রত্যয় হলো—জনগণের ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি সংকোচন, সব কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, মানবাধিকার সুরক্ষা, গণতন্ত্র সুসংহতকরণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, বঞ্চিতদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং জনগণকে সরকারের সব কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা। জনগণের মনোমানসে রাষ্ট্র পরিচালকদের যূথবদ্ধ ক্ষমতায়নের ভিত রচনাকল্পে বাংলাদেশের অভ্যুদয় থেকেই গণতন্ত্রকামী মানুষ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করা। তবে কার্যত কোনো সরকারই তথ্য অধিকার বিষয়ে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। কিন্তু সুখের বিষয় হলো, ২০০৯-২০১৪ সালে দেশ পরিচালনায় জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করার পর, প্রথম সুযোগেই সংবিধানের আলোকে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে এবং যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী ২ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে কমিশন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এত দিন যাঁরা এই আইনটি পাস ও কার্যকর করার অপেক্ষায় ছিলেন, এই আইন পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মাঝে দারুণ প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শুধু আইন পাস বা কার্যকর করার আদেশই নয়, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সরকার আইনানুগভাবে তথ্য কমিশনও গঠন করে।

আমি আমার লেখার কলেবর বৃদ্ধি না করে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, যেখানে পৃথিবীর অনেক দেশ এখনো তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে পিছিয়ে রয়েছে, সেখানে বর্তমান (২০০৯-২০১৪ মেয়াদে) সরকার ২০০৯ সালে সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের আলোকে ও বাধ্যবাধকতাকে সম্মান দেখিয়ে ৯ম সংসদে প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস করে এবং ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। আর আইনের বিধানাবলির (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালের ২০ নম্বর আইন) আলোকে ২ জুলাই, ২০০৯-এ স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। ঠিক এই দিনে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

যা হোক, একটি প্রতিষ্ঠান রাতারাতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। নানান প্রতিবন্ধকতা আইনের আলোকে প্রবিধানাবলি ও সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গগুলো রচনা ও তার বাস্তবায়ন যত দ্রুত হবে, আমরা ততই আইনটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারব এবং কমিশন প্রতিষ্ঠার যথার্থতা প্রমাণিত হবে। আমার কথা, তথ্য কমিশন সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। তথ্য কমিশন ও প্রেস কাউন্সিল যতই শক্তিশালী হবে, দেশ ততই স্বচ্ছতা অর্জন করবে, সব বিষয়ে স্বচ্ছতা অর্জিত হলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে—আমাদের জাতিরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে—এই প্রত্যাশা করি।

◄ *from page 1*

Right To Information, National Security and Foreign Relations

It is this matrix of access to information that has made the evolution of this process that much more significant. Right to information has emerged as a basic tool for building robust democratic systems through the informed participation of politically active and conscious citizens interested in matters of public interest. Today there is general agreement that public information is meant not only to protect rights but also to prevent abuses by the State. There is also consensus, since the recent upsurge of terrorism, fundamentalism and extremism that this path is not easy and success depends not only on the tools that we have at our disposal but also in our ability to use them effectively.

In Bangladesh, the RTI Act, 2009 stresses on certain fundamental principles as enunciated in our Constitution- freedom of thought, conscience and speech. It also underlines that right to information is necessary for the empowerment of the people, for ensuring transparency in governance and accountability of all public, autonomous and statutory organizations and of other private institutions constituted or run by government or foreign financing. This has been underlined to create factors that will discourage corruption. Section 3 of the Act specifies that the RTI Act shall override any other existing law if any conflict arises between them. This widens the spectrum of the Act.

There are however certain limitations that have been incorporated within Section 7 of this Act. They include inter alia: information that may, if disclosed, can cause a threat to the security, integrity and sovereignty of Bangladesh; information relating to foreign policy that may affect the existing relationship with any foreign country or international organization and any secret information received from a foreign government. Such aspects have obviously been included for the sake of national security and in the context of foreign relations.

There are also other limitations related to any information relating to intellectual property right; any advance information about income tax, government duties, the budget or changes in the tax rate; any information, which if disclosed, can offend privacy of an individual or endanger his physical safety. A Schedule vide Section 32 has also enumerated that the provisions of the RTI Act would not apply (except with regard to information pertaining to corruption and violation of human rights) to certain State security and intelligence agencies involved in state security and intelligence gathering. Section 9 (4) has however tried to level the playing field by stating that whatever be the situation, if a request for information relates to the life and death, arrest and release from jail of any person, the Officer-in-charge shall provide preliminary information thereof within 24 hours.

Such exemptions are however not singular or unique and just for Bangladesh. They exist through different versions within the structure of the Freedom of Information Acts in all the countries that subscribe to this process. In certain countries, unlike Bangladesh, such exemptions have continued to grow within their Act. One such example has been the USA.

These States that have increased restrictions have done so because of the premise of national security and the need to avoid existing friendly relations with other countries. In some other countries like the United Kingdom they have introduced principles like 'Neither Confirm Nor Deny' within the response process related to queries for information. This has been interpreted by many analysts as unacceptable.

The above situation has sometimes led to debate within Bangladesh about availability of information and the absence of details pertaining to certain agreements entered upon with foreign institutions and other countries. Inability to obtain information about the activities of certain State security and intelligence agencies has also been referred to as discriminatory in the media.

There is no single universally accepted definition of national security but it would be pertinent to try and understand elements of national security and the way this feature is understood in most countries of the world. National security initially focused just on military might but now it is supposed to encompass a broad range of facets, all of which impinge on the non-military or economic security of the nation and the values espoused by the national society. In this context, it is felt that a nation needs to possess economic security, energy security, environmental security, etc. There is also consensus that security threats involve not only conventional foes such as other nation-states but also non-state actors such asviolent non-state actors, narcotic cartels, multinational corporations and non-governmental organizations.

It is also generally agreed that measures need to be taken to ensure national security. Such pro-active steps are expected to include- using diplomacy to rally allies and isolate threats, marshalling economic power to facilitate or compel cooperation, maintaining effective armed forces, implementing civil defense and emergency preparedness measures (including anti-terrorism legislation), ensuring the resilience and redundancy of critical infrastructure, using intelligence services to detect and defeat or avoid threats and espionage, protecting classified information and using counterintelligence services or secret police to protect the nation from internal threats.

Nevertheless, despite the above dictums, national security for the State and the maintenance of its friendly relations with other countries as a process can become quite ambiguous. At times, absence of true democratic institutions, transparency and lack of accountability lead to sophisticated forms of political coercion through the exercise of state power. This needs to be avoided at all times.

►

সম্পাদকীয়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। বাংলাদেশ বিশ্বের ৮৮তম দেশ, যেখানে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়েছে। এই আইন দ্বারা একদিকে নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষকেও যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ এবং স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন একমাত্র আইন, যেটা জনগণ সব কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করতে পারে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আন্দোলন শুরুর দিক থেকে 'তথ্য অধিকার ফোরাম'-এর সদস্য হিসেবে এবং পরবর্তী সময়ে তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে নীতিনির্ধারণী পর্যায় এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্যের চাহিদাকারী এবং তথ্য সরবরাহকারী উভয় পক্ষের সঙ্গে এমআরডিআই কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, কমিউনিটি লিডারদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে অবহিতকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, তথ্যের জন্য আবেদন, আপিল ও অভিযোগ-প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা, তথ্য অধিকারবিষয়ক প্রকাশনা, আইন বাস্তবায়নে পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করতে গবেষণা পরিচালনা এবং কমিউনিটি তথ্য অধিকারবিষয়ক নাগরিক ফোরাম গঠনের মাধ্যমে এমআরডিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পাঁচ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আইনটি সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা খুবই সামান্য। যেসব সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করবেন, তাঁরা আইনটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতন নন। অন্যদিকে অধিকাংশ সাধারণ জনগণ আইনটির নামই শোনেনি। এর প্রধান কারণ আইনটির যথাযথ প্রচার না হওয়া। সরকার ও বেসরকারি সংগঠনগুলো কেউই এর দায় এড়াতে পারেন না। আবার যাঁরা আইনটি সম্পর্কে সচেতন, তাঁরা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকারের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা আইন বাস্তবায়নের জন্য ক্ষতির কারণ। আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তথ্য গ্রহণকারী ও প্রদানকারীর মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন করা জরুরি।

আমাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন জনগণের তথ্য পাওয়ার আইনগত ভিত্তি তৈরি করেছে, তথ্য পাওয়াকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ আইনের সফলতা নির্ভর করছে এর যথোপযুক্ত ও সঠিক ব্যবহারের ওপর। নাগরিক হিসেবে আমাদের মৌলিক দায়িত্ব হলো এ আইন ব্যবহারের মাধ্যমে আইনটিকে আরো বেশি সফল করে তোলা এবং জনগণের ক্ষমতায়ন, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্যগুলো নিয়ে এই আইন প্রণীত হয়েছে, তার বাস্তব রূপ দেওয়া। সুতরাং, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ জরুরি।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৭-এর ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধারার সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা প্রায়শই তথ্য প্রাপ্তি ও প্রদানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অনেকেই ধারাটিকে তথ্য প্রদান না করার রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করছেন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অতিসত্বর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজে তথ্য কমিশন কিছু বেসরকারি সংগঠনকে পাশে পেয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, তথ্য অধিকারবিষয়ক কার্যক্রমে বেসরকারি সংগঠনগুলো তথ্য কমিশনের সহায়তা পাচ্ছে, যা আইন বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

তবে একটি বিষয় এখানে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বেসরকারি সংগঠনগুলোর এসব কার্যক্রম মূলত প্রকল্পভিত্তিক। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে কার্যক্রমের স্থিতি ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু তথ্য অধিকার কোনো সময়কাঠামোর মাঝে সীমিত করে রাখার বিষয় নয়। তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে চাইলে প্রকল্প-ধারণার বাইরে এসে সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে একে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ ছাড়া জনগণের কাছে তথ্য অধিকারকে একটি সামাজিক বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

এই ধারণাকে মাথায় রেখে এবং নীতিনির্ধারণ থেকে শুরু করে কমিউনিটি পর্যন্ত সব পর্যায়ে তথ্য জানার অধিকারের বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে তথ্যের চাহিদা-সরবরাহ চক্রকে সচল রাখার প্রক্রিয়ায় কার্যকর অবদান রাখার লক্ষ্যে এমআরডিআই 'তথ্য প্রকাশ' শিরোনামে এই প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রকল্পবহির্ভূত এই প্রকাশনায় তথ্য অধিকার আন্দোলনের অগ্রপথিক মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনকে আমরা এর সঙ্গে যুক্ত করেছি, যা তথ্যে নাগরিকের প্রবশাধিকারকে, আরো জোরদার করবে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ 'তথ্য প্রকাশ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। চতুর্মাসিক ভিত্তিতে এটির প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে। এই সংখ্যায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্টজনেরা বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন। পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে অন্যরাও লিখবেন বলে প্রত্যাশা করছি। ভবিষ্যতে তথ্য অধিকার নিয়ে যারা কাজ করবেন বা গবেষণা করবেন তাদের জন্য এই লেখাগুলো সম্পদ হিসেবে কাজ করবে। 'তথ্য প্রকাশ' তথ্য অধিকার-সংশ্লিষ্ট পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে পারলেই এর প্রকাশনা সার্থক বলে বিবেচিত হবে। প্রকাশনার যাত্রার শুরুতে সবার সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা করছি।

এই সংখ্যায় বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখা রয়েছে। লেখকেরা যে ভাষায় লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন, সে ভাষাতেই লিখেছেন। আমরা এটা অনুবাদ করার চেষ্টা করিনি। কারণ, অনুবাদ করলে এর গতি এবং আবেদন নষ্ট হতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন বহু দিনের গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সব কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। দুর্নীতি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হলে আমাদের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

এমআরডিআইয়ের কর্মকাণ্ড

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে সরকার, তথ্য কমিশন এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। এমআরডিআই এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'-এর সহায়তায় 'Promoting citizen's access to information' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে...

সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

যশোর ও বরিশাল জেলার মোট ১২টি উপজেলার এমআরডিআইয়ের প্রকল্পের আওতাভুক্ত পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদানের জন্য যশোরে এবং বরিশালে দুটি দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৪৩ জন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশ নেন।

প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস; তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন এমআরডিআইয়ের সাবেক অ্যাডভাইজার ও তথ্য কমিশন বাংলাদেশের তথ্য কমিশনার **নেপাল চন্দ্র সরকার**, পরিচালক-প্রশাসন **মো. আব্দুল করিম**, পরিচালক-গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ **মো. সাইফুল্লাহিল আজম**, এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক **হাসিবুর রহমান মুকুর** এবং এমআরডিআইয়ের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার **হামিদুল ইসলাম হিল্লোল**।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

নাগরিক কমিটি গঠন এবং কমিটি সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিউনিটি নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং ইস্যুটিকে কমিউনিটির গভীরে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে যশোর ও বরিশাল জেলার ১২টি উপজেলায় 'জাগ্রত নাগরিক কমিটি' (জানাক) নামে ১১ সদস্যবিশিষ্ট নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির সদস্যদের 'তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ' বিষয়ে অবহিত করতে যশোর ও বরিশালে মোট চারটি দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরিশালে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব **মো. নজরুল ইসলাম** এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার **মো. গাউস**।

উভয় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন এমআরডিআইয়ের সাবেক অ্যাডভাইজার, প্রোগ্রাম অপারেশনস ও তথ্য কমিশনের বর্তমান তথ্য কমিশনার **নেপাল চন্দ্র সরকার,** এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক **হাসিবুর রহমান মুকুর** এবং এমআরডিআইয়ের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার **হামিদুল ইসলাম হিল্লোল**। মোট ১২৭ জন সদস্য ওরিয়েন্টেশনে অংশ নেন।

তথ্য অধিকার আইনের 'ধারা-৭' বিষয়ক বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনা

তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৭-এর সঠিকভাবে ব্যবহার ও প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা প্রায়শই তথ্য প্রাপ্তি এবং প্রদানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের উপলব্ধি যাচাই, এই ধারার সীমাবদ্ধতা অনুসন্ধান এবং সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে এমআরডিআই বিভাগীয় পর্যায়ে 'গোলটেবিল আলোচনা' আয়োজনের উদ্যোগ নেয়। ইতিমধ্যে ছয়টি বিভাগে এ বিষয়ে গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খুলনা, রংপুর ও সিলেটে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার **মোহাম্মদ ফারুক** এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের সচিব **মো. ফরহাদ হোসেন**। বরিশাল ও রাজশাহীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন তথ্য কমিশনার **অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম** এবং চট্টগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন তথ্য কমিশনার **এম আবু তাহের**। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সব গোলটেবিল আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমআরডিআইয়ের সাবেক অ্যাডভাইজার, প্রোগ্রাম অপারেশনস ও তথ্য কমিশনের বর্তমান তথ্য কমিশনার **নেপাল চন্দ্র সরকার** এবং সঞ্চালনা করেন এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক **হাসিবুর রহমান মুকুর**।

আলোচনায় তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর নানা দিক, এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা, এর সম্পর্কে ভুল ধারণা ও অপব্যবহার রোধ করতে করণীয় বিষয়ে নানা সুপারিশ প্রদান করেন অংশগ্রহণকারীরা।

ছয়টি বিভাগে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনাগুলোর সারসংক্ষেপ এবং আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা একত্রিত করে আগামী ২১ অক্টোবর সেগুলো ঢাকায় একটি সেমিনারে উপস্থাপন করা হবে এবং সুপারিশগুলো তথ্য কমিশনের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিভাগের সব জেলা থেকে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, আইনজীবী ও সাংবাদিকরা এই অনুষ্ঠানগুলোয় উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুতে সহায়তা

এমআরডিআই তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পাঁচটি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুতে সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। মন্ত্রণালয়গুলো হলো : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Administration); কৃষি মন্ত্রণালয় (Ministry of Agriculture); ভূমি মন্ত্রণালয় (Ministry of Land); শিল্প মন্ত্রণালয় (Ministry of Industries) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Primary and Mass Education)।

এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে দুটি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো খসড়া নীতিমালা প্রস্তুতের কাজ করছে। এরপর আরো কয়েকটি সভার মাধ্যমে এর চূড়ান্ত নীতিমালা করা হবে।

তথ্য প্রকাশ
তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

◀ ১ম পাতার পর

বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

তথ্য কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে মৌলিক কাজ হলো অভিযোগ গ্রহণ এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানে ব্যবস্থা নেওয়া। কোনো আবেদনকারী তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বঞ্চিত হয়ে কমিশনে অভিযোগ করলে আবেদনকারীর তথ্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করার সব প্রয়াস কমিশন নিয়ে চলেছে। তথ্য অধিকার আইন চর্চার জন্য আছে আবেদনকারী ও সরবরাহকারী। এ দুটি দলই যেকোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। যেমন, ভারতে সরকারি কর্মকর্তারা তথ্য সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ; আবার তারাই সবচেয়ে বেশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন। বাংলাদেশে তথ্যের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা এখনো আশানুরূপভাবে বাড়ছে না। এর প্রধান কারণ আইনটি সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতার অভাব।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ধারা ৭-এর ব্যবহার। তথ্য অধিকার আইনে আটটি অধ্যায় এবং ৩৭টি ধারা আছে। তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপারগতা প্রকাশ করেছেন বা ধারা ৭ অনুযায়ী যে ২০টি বিষয়ে সরকার তথ্য দিতে বাধ্য নয়, তার মধ্যে আবেদনটি না পড়লেও ধারা ৭-কে কৌশলে ব্যবহার করেছেন।

ধারা ৭-এর অপব্যবহার কেবল সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাই করছেন না, দুটি সাংবিধানিক কমিশন যথাক্রমে নির্বাচন কমিশন এবং সরকারি কর্ম কমিশন ধারা ৭-এর মূলত (ছ, জ এবং ঝ) ব্যবহার করে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। যেমন, বদিউল আলম মজুমদার নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর জমাকৃত আয়-ব্যয়সংক্রান্ত তথ্য জানতে চেয়ে তথ্য আহরণে ব্যর্থ হন। তথ্য কমিশন শুনানিতে সিদ্ধান্ত দেয় যে, যেহেতু নিবন্ধিত দলগুলো নির্বাচন কমিশনে অডিট রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তাই এই রিপোর্ট 'পাবলিক ডকুমেন্ট' এবং আবেদনকারীকে নির্বাচন কমিশন তথ্য প্রদানে বাধ্য। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ভারতের ছয়টি রাজনৈতিক দলকে 'পাবলিক অথরিটি' বলে ঘোষণা করে ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন। তথ্য প্রদানে অপারগতার জন্য সম্প্রতি কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শাহকে নোটিশ পাঠিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন।

অন্যতম আরেকটি অভিযোগ করেন জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার। সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তিনি দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাডারের (শিক্ষা, পররাষ্ট্র, শুল্ক, আবগারি, কর ও পুলিশ) প্রার্থীদের লিখিত ও ভাইভা নম্বর জানতে চেয়ে আবেদন করেন। জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানের কোনো বিধান সরকারি কর্ম কমিশনের নেই। তথ্য কমিশনের শুনানিতে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু সরকারি কর্ম কমিশন ধারা ৭-এর উপধারা ছ, জ এবং ঝ অনুযায়ী এ আদেশ অমান্য করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করবে, এই মর্মে ২৪ জুলাই ২০১৪ একটি পত্র তথ্য কমিশনে পাঠায়।

তথ্য অধিকার আইনের কোথাও উল্লেখ নেই যে, মৌখিক পরীক্ষার ফল প্রদান করা যাবে না। মৌখিক পরীক্ষার ফল জানার অধিকার পরীক্ষার্থীদের আছে এবং এটা ধারা ৭-এর মধ্যে পড়ে না। পরীক্ষার ফল যদি পাবলিক ডকুমেন্ট হয়, তাহলে মৌখিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে না কেন?

রাষ্ট্র তথ্য কমিশন গঠন করেছে, কিন্তু লক্ষণীয়, সাংবিধানিক কমিশনগুলো তার আদেশ অমান্য করছে। উপরিউল্লিখিত দুটি অভিযোগেই কমিশন কর্তৃক জরিমানা করা যেতে পারত। কিন্তু তথ্য কমিশন এখনো আমলাতান্ত্রিক মানসকাঠামো নিয়ে অভিযোগগুলো পর্যালোচনার কারণে জরিমানার পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। এযাবৎকালীন মাত্র দুজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়েছে।

অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩-এর ৫(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধারা মোতাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্যের যৌক্তিকভাবে যত্ন নিতে হয় এবং তথ্য যদি বিনিময় করে, তাহলে ওই কর্মকর্তা ধারা মোতাবেক অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন। এ ছাড়া ১৯৭৯/১৯৯৬ বিজনেস রুলসের কিছু ধারা তথ্য সরবরাহে তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হচ্ছে। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩ অনুযায়ী তথ্যের আবেদন করলে তথ্য অধিকার আইনটিই প্রাধান্য পাবে। প্রয়োজন হলে, যেসব আইনের বিশেষ ধারাগুলো তথ্য আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, সেগুলো অতিসত্বর বাতিল করাতে হবে। প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদও তথ্য কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় যেসব আইনের বিভিন্ন ধারা তথ্য আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, সেগুলো সংশোধনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া আইনে তথ্য না দিলে কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করার বিধান রয়েছে, আপিল কর্তৃপক্ষকে নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণে প্রায়ই উল্লেখ করেন, অনেক ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহে নিরুৎসাহিত করেন। এ ক্ষেত্রে যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন (ACR) লিখেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, কাজেই তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নার্ভাস হয়ে যান। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখ আছে যে ক্ষেত্রবিশেষে কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে উদ্যোগী না হলে কমিশন আবেদনকারীকে তথ্য আদায়ে Code of Civil Procedure 1908 অনুযায়ী সহযোগিতা করতে পারবে। অনেক শুনানিতে তথ্য কমিশন আপিল কর্তৃপক্ষকেও সমন দিয়ে শুনানিতে হাজির করেছে। তাই আপিল কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত হতে হবে, তার/তাদের গাফিলতির কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যেন জরিমানার শিকার না হন।

তথ্য কমিশনের অন্যতম কাজ হচ্ছে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করা। এযাবৎ ২০১০-২০১৪ পর্যন্ত মোট অভিযোগের সংখ্যা ৬৬৭টি। শুনানির জন্য আমলে গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা ৩৩৭টি। তার মধ্যে ৩২১টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তথ্য না পেয়ে সংক্ষুব্ধ অভিযোগকারীর আবেদন সঠিক পদ্ধতিতে (তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী) না হওয়ায় সঠিক প্রক্রিয়ায় আবেদনের জন্য (ধারা ৮-এর উপধারা ১, ২, ৩ অনুসারে) তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৩০৭ জনকে। লক্ষণীয় যে, পত্র প্রেরণের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্দেশ দেওয়ার পর পুনরায় আবেদনের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে একজন আবেদনকারী পুনরায় ২০/৩০ কার্যদিবস তথ্য আহরণের জন্য ব্যয় করতে চান না এবং তথ্য আহরণের জন্য আবেদনকারীকে যাতায়াত বাবদও খরচ করতে হয়। উপরন্তু, আবেদনকারীকে পুনরায় তথ্য প্রদানের দায়িত্বে ন্যস্ত কর্মকর্তার সম্মুখীন হতে হয়। যেটা সব সময় আবেদনকারীর জন্য সুখকর অভিজ্ঞতা নয়, তথ্য প্রাপ্তির দীর্ঘ প্রক্রিয়া বাস্তবে অধিকসংখ্যক আবেদনকারীকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করছে। ফলে তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশের বিষয়টি তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার ফোরাম এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়ক বেসরকারি সংগঠনগুলোর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে বাস্তবসম্মত পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য আহরণ তরান্বিত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অভিযোগের সংখ্যা তুলনামূলক সীমিত। বিশেষ করে, দরিদ্র জনগণ নিজস্ব উদ্যোগে এ আইনের সুফল ভোগ করতে পারছে না। তাদের এই আইন সম্পর্কে জানানোর যে প্রক্রিয়া, তা সঠিকভাবে সম্পন্ন না হওয়ার দরুন তারা আইনটি সম্পর্কে অবগত নয়। যার ফলে যে হারে অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া দরকার, তুলনামূলকভাবে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

তথ্য কমিশনে অভিযোগ বৃদ্ধি করতে হলে তথ্য কমিশনের জন-অবহিতকরণ, আবেদনকারী সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, যেমন—রিইব, নাগরিক উদ্যোগ, এমআরডিআই, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, নিজেরা করি প্রভৃতি এনজিওর সহায়তায় অভিযোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্য কমিশনের নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের মধ্যে সর্বোচ্চ অভিযোগ ৫০টি ভূমিসংক্রান্ত। শুনানির পর পূর্ণাঙ্গ তথ্য পেয়েছেন ৪৬ শতাংশ; কোনো তথ্য পাননি এমন আবেদনকারীর সংখ্যা ২৬ শতাংশ; আংশিক তথ্য পেয়েছেন ১০ শতাংশ; বিভ্রান্তিকর তথ্য পেয়েছেন ২ শতাংশ এবং অন্যান্য অভিযোগকারী যারা তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন অথচ তারা তথ্য পেয়েছেন কি না কমিশনকে অবগত করেননি, এমন ১৬ শতাংশ। ২৬ শতাংশ অভিযোগকারী শুনানির মাধ্যমে তথ্য কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত মোতাবেক তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চিন্তকরণ সত্ত্বেও সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাদের তথ্য প্রদান করেননি। যদিও আংশিক/বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়েছে। শুনানি-পরবর্তী সিদ্ধান্ত মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান বাঞ্ছনীয়।

অন্যতম আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তথ্য অধিকার আইনের সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি বিষয়ভিত্তিক না হয়ে বৈজ্ঞানিক হওয়ার দরুন কিছু কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষ প্রায়শই আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানে বঞ্চিত করে। উল্লেখ্য, কমিশনার হিসেবে শুনানিকালে উল্লেখযোগ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যে বিষয় সম্পর্কে আবেদনকারী তথ্য চেয়েছেন তার উল্লেখ (যেমন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভিজিডি কার্ড) না থাকায় তথ্যের সংজ্ঞাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী সময়ে কমিশনের নির্দেশে তথ্য প্রদান করা হয়।

এসব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইন জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে সহায়ক হতে পারে।

জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, প্রস্তাবনা

◄ *from page 1*

How the RTI Act 2009 Evolved in Bangladesh

The law was passed through the efforts and effective lobbying and advocacy of many civil society organizations, academia, media, researchers , legal experts etc. It was not preceded by a grass root level awareness and mobilization as in India.

Background

The demand for a law on Freedom of Information was first articulated by the Press Council in 1986 as a response to curtailment of Press Freedom under a dictatorial regime. The demand was raised in the form of a memorandum to the President seeking Press Freedom and allowing journalists to perform their professional duties without fear. Most of the well known news papers both English Vernacular Bangla such as Observer, Ittefaq etc. joined in this demand. After that a number of civil society organizations started to have discussions on the necessity of adopting a RTI regime in Bangladesh. Notable among those was a seminar organized by ASK and CHRI in 1998 and initiatives by MMC, Nagorik Uddyog etc.

The Law Commission prepared a working paper on RTI in 2002. This was inspired by pledges Bangladesh was making during that time, both nationally and internationally. However the most compelling rationale is in the constitution which in Article 39 clearly states "the notion of freedom of thought and conscience and of speech. Signing of some International protocol such as the ICCPR in 2000 .

Manusher Jonno Foundation

Realizing the benefits of Access to Information on the lives of people Manusher Jonno Foundation, decided this was a niche area it could work on.

Learning from examples of other countries where RTI regimes have changed the outlook and functioning of public institutions, MJF embarked on a mission to facilitate and coordinate the enactment of the RTI law. MJF commissioned a rapid assessment to get an idea of the general perception of RTI in Bangladesh and identify the different actors involved. The report revealed that the existing perception about RTI was related to freedom of information with respect to the media. Moreover, state rules and regulations does not recognize the idea of information as a right to which all citizens should have access to. The main reason behind this is the "culture of secrecy" which prevails in every sphere of the governance system of the state.

MJF took up several strategies involving different stakeholders to take the demand for RTI law further. 3 Core Groups such as the Law Drafting Core Group, Policy Advocacy Core Group and Awareness/Capacity Building Core Group was set up. Eminent persons and experts were members of these Core Groups and included legal experts, academics, NGO's, media personalities, activists, researchers etc. This was effective in broadening the support base and raise a concerted demand for the RTI law.

Drafting RTI Law

The Law Core group comprised of noted legal experts such as Shahdeen Malik, Sultana Kamal, Shamsul Bari, Asif Nazrul, Tanjibul Alam and Elena Khan. All the members provided inputs, feedback and reviewed the draft several times while Tanjibul Alam, supreme court lawyer, drafted the law. RTI laws from India, South Africa, Canada, and UK was consulted during the process. National and Regional consultations were held where the draft was shared and comments received. Organizations such as Article 19 and CHRI provided feed back, comments and recommendations. The Working Paper of the Law Commission was taken as a basis for the draft. The draft was formally presented to the Law Advisor of the Care Taker government in 2007.

Networking and Alliance building with different Stakeholders including media

The core groups on Policy Advocacy and Mass Mobilization initiated a series of activities such as writing articles, holding TV Talk shows, orienting NGO's, local journalists, policy makers etc. Journalists were sent on cross visits to India to learn from their experience. Government officials also went on a cross learning tour to Mexico. Besides, through regional and international networking, alliances were built with national and local partners for issue based mobilization on RTI such as TIB, PET, BEI, SUPRO, MRDI, SANAK, , Article 19, CHRI (India) , MKSS (India). Eminent personalities were approached to act as champions for the law. They also started to lobby and advocate for enactment of the RTI law.

Engaging Government

In March, 2007 the Law Core group submitted the draft law to the Law, Justice and Parliamentary Affairs and Information Advisor for its review and consideration. Members of the Core Groups met with the Law Advisor several times as follow up.

In December 2007, the Chief Advisor of the Care Taker Government in a MJF organized seminar announced officially that RTI will be enacted as an Ordinance and instructed the Information Ministry to prepare the draft law and take assistance from the draft submitted by the civil society. The Ministry of Information (MOI) formed a working group to draft and finalize the law within a month and MJF representative was officially part of the working group. During this time a number of discussions were held within the different Ministries and Departments. There were opposition on certain clauses such as imposing of fine to government officials in case of denial of information, inclusion of Union Parishad as Authority and civil society insistence of having at least one women as member of Information Commission. MOI organized a national seminar in March 2008 to share the draft and put it up on the Web site for comments. .

After the draft was finalized by the working group, it was sent to the Committee of Secretaries via the Cabinet Ministry to get comments of all other Ministries. Certain changes were brought in the draft at that time. The penalty clause remained but the amount was drastically reduced; a clause was inserted which gave indemnity to officials in case of denial of information in "good faith" but was later removed, the exemption list was made longer and the private sector and political party as authority was removed. The inclusion of foreign funded NGOs as authority was also resisted but those advocating for the law insisted it should remain because it would give the advocacy group a moral authority to insist on transparency from all other groups.

Finally the draft was submitted to the Chief Advisors office in July 2008. During this period constant dialogue and consultations were held between relevant civil society members, the Information Ministry and the Chief Advisor's office.

The Council of Advisors approved the ordinance on 20th September 2008. In October 2008, it was passed as an Ordinance by the President on 20th October 2008. We believe that this paved the way for eventual adoption of the RTI law by the elected government which came to power in December 2008.

Formation of RTI Forum

A Right to Information or RTI Forum was set up with MJF as the Secretariat. The RTI Forum is composed of 40 organizations and individuals with the objective of creating demand for the enactment of the RTI Ordinance into an Act by the next elected Government and later to monitor its implementation.

Engaging Political Parties

Civil society groups were aware that political parties need to be engaged if the law was to be passed in Parliament once an elected government came to power. Series of consultations and meetings were held with members of main political parties. Attempts were made to have RTI included in their party manifestos prior to the National Elections.

Legislation of the RTI Act 2009

After the General Elections of December 2008 the RTI Forum again started to lobby with Parliamentarians for the enactment of RTI law. The Law Minister, Information Minister and several MP's were met individually to press for its enactment. During the Caretaker government a total of 154 Ordinances were passed. MJF was invited as a member of the review committee of the parliamentary standing committee to make comments and recommendations on the Act. RTI Forum lobbied with the expert groups and the special committee.

Finally on March 20th it was approved in the Cabinet and on March 29th 2009 it was passed in Parliament in the first session.

My Journey Through Right to Information

Barrister Tanjib Ul- Alam, Advocate, Supreme Court

My involvement in the movement of Right to Information (RTI) was rather coincidental. I was perhaps not meant to be part of the movement except due to the fact that my name propped up as a potential member of the Advocacy Group formed by Manusher Jonno Foundation for promoting RTI in Bangladesh. Thanks to Mr. M.A. Bari, President of Research Initiative Bangladesh. Bari bhai suggested my name to Shaheen apa as a potential member.

I received a phone call from Sanjida Sobhan informing me that I have been selected as a member of RTI Advocacy Group under the leadership of none other than Sultana Kamal. I accepted the offer wholeheartedly. I have been active in the field of human rights movement ever since I have joined this profession in 1997. Therefore, the role of advocacy group and expected involvement as a member of the group was not unknown to me. However, when I attended the first meeting of the Group, I discovered that this group was not like regular advocacy group. They meant business this time! Our RTI Advocacy Group consisted of Ms. Sultana Kamal as the convenor, Mr. M.A. Bari, Ms. Shaheen Anam, Mr. Shahdeen Malik, Mr. Asif Nazrul and myself. There may be other members in our group which names I am unable to recall at the moment.

Unlike conventional advocacy group, our Group adopted a resolution to embark upon the task of drafting a RTI Act for Bangladesh. In our first meeting we had brief discussion about the course of action and how to achieve it. Bari bhai presented a partial draft of RTI Bill, which I heavily criticised during the meeting. Perhaps I was talking too much during the meeting in my excitement to be part of the Group which consisted of luminaries in the field of human rights and civil society movement. I still remember how Shaheen Anam was encouraging us to jump into the project as we all felt that time was of essence.

The Group decided in its second meeting that for the sake of good working order, a smaller group should be formed to draft a model RTI Act as part of the advocacy tool. The idea was that instead of demanding a RTI Act, our objective shall be implementation of the draft law that we are going to prepare and present to the Government. With hindsight, we can say that it was a very pragmatic idea and I am glad that I was able to be part of the process.

Since the task of drafting a law is rather technical in nature, members with legal background was assigned the job. Although Bari bhai has a strong legal background as he is also a Barrister, given the nature of the task he was asked to play a supervisory role. Therefore, the job of actual drafting fell upon three of us, namely Shahdeen

bhai, Asif Nazrul bhai and myself. Since I was the youngest among the "technical members", I was assigned the job of doing the leg work of preparing the first draft on which my two fellow members will give their insight.

We sat number of times at Shahdeen bhai's place in Dhanmodi. After many cups of tea and coffee with lots of load shedding episodes during the scorching heat of July-September, 2005 we came up with our first draft of RTI Bill. Asif Nazrul bhai was so overwhelmed with the RTI law he immediately accepted a post-doctoral fellowship from the University of London on comparative RTI law.

In drafting the law, we used the Law Commission Report on RTI as our starting point, which was published in 2002. At the time of preparation of the Law Commission Report, the concept of RTI in this subcontinent was still at its evolutionary stage. We have seen the civil society movement in India revolving around RTI and how it was used as a tool against corruption and a device to secure good governance. All of us were inspired by the Indian experience. I still remember my meeting with the Chairperson of Indian RTI Commission.

While drafting the law, we were aware of the fact that we will not get everything we wish for. But our effort was free of inhibition and we did not dare in aiming for the best possible RTI law for Bangladesh. The objective of any world class RTI law is maximum disclosure and minimum exemption. Given the myriad of conflicting interest, achieving a balance is never easy. In this age of information technology, access to information by the general public is sine qua non for a transparent government. At the same time, disclosure of classified information to the general public at times may lead to incalculable damage to the security of state as well as country's relationship with the outside world.

Ensuring internal security and maintenance of seamless flow of information amongst intergovernmental department is also another challenge. Any law is prone to abuse unless a proper balance is struck between competing interests. It was felt that the best way to achieve this would be taking a participatory approach in preparing the law itself. Thanks to Manusher Jonno Foundation for taking up the gigantic task of organising seminars in divisional headquarters and multiple seminars in Dhaka with different stake holders including journalist community, civil society leaders and bureaucrats. It will not be out of place to mention few names who played pivotal role in organising seminars by Manusher Jonno Foundation. I am grateful to Farzana Naim, Sanjida Sobhan, Shahana Huda for giving me indulgence and accommodating my unreasonable requests at times last minute adjustment of schedule. Since the success of a proposed RTI law is wholly depended on earning confidence of the Government officials, it was vital to sensitise them and encourage them to come out of the century old colonial framework of secrecy. The Official Secrets Act, 1923 was a big hurdle that RTI movement had to overcome.

I am glad that our draft RTI Bill was taken favourably by the participants of numerous workshops and had also received encouraging reviews from the civil society. Although, general public wanted a law without any exemption, considering the practicality and attitude of bureaucracy, the stakeholders reluctantly accepted that a RTI law without a list of exempted category would be a far cry. Then our challenge was, how to minimise the list of exempted category. The draft RTI Bill that Manusher Jonno Foundation finally presented to the Government had only 11 exempted categories of information. However, the Government and the bureaucracy in their infinite wisdom increased the list of exempted category to a level that many stakeholders find it difficult to implement the law.

With regard to the level of implementation of RTI law, judging the socio-economic condition of the country, I am hopeful for a bright future. Since implementation of RTI largely depends on the seriousness of its beneficiaries, until we start asking for information and pursue our effort, the bureaucracy of this country will never give in. Current status of RTI law reminds me a verse of our National Poet, Kazi Nazrul Islam: amra jodi na jagi ma, kemne shokal hobe.

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance
MRDI

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭, ইমেইল : info@mrdibd.org
ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

উপদেষ্টা
শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

পরিকল্পনা
হাসিবুর রহমান মুকুর
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

প্রধান সম্পাদক
মো: সাহিদ হোসেন
অ্যাডভাইজার, প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এমআরডিআই

সম্পাদনা
মো: হামিদুল ইসলাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এমআরডিআই
আক্তারুন নাহার লাবন্য
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এমআরডিআই